BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04010037

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 01 | January 2026 | e-ISSN: 2584-1890

চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনী : বৈধব্য জীবন থেকে জীবনরসের রসিক

Abhilash Chatterjee

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi
Email: avilash4u@gmail.com

Abstract:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'দামিনী' চরিত্রটি প্রথাগত সামাজিক সংস্কার, বৈধব্য এবং ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনের উর্ধ্বে উঠে এক রক্ত-মাংসের তেজস্বী নারীর জীবন্ত রূপ। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে থেকেও তিনি যেভাবে নিজের স্বাধীন সত্তা ও কামনার সত্যকে স্বীকার করেছেন, তা সমকালীন সাহিত্যে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। দামিনী কেবল একজন বিধবা নন, তিনি অদম্য জীবনীশক্তি এবং আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। শিবতোষের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে তাঁর অবস্থান এবং গুরুর কৃপাকে অবজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে তাঁর তেজোদীপ্ত চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। শচীশের উদাসীনতা এবং রূঢ় প্রত্যাখানের আঘাতে দামিনীর জাগতিক কামনা কীভাবে ক্রমশ এক গভীর জীবনবোধ ও আত্মোপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তা ঔপন্যাসিক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দামিনী শেষ পর্যন্ত শচীশের আধ্যাত্মিক জগতকে ত্যাগ করে শ্রীবিলাসকে বরণ করে নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো হীন স্বার্থ নয়, বরং নারীত্বের পূর্ণতা এবং জীবনের বাস্তব সত্যকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নারী চরিত্র, যেমন- 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী এবং 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্যের সাথে দামিনীর তুলনা টানা হয়েছে। বিনোদিনীর মতো বৈধব্যের সংস্কার দামিনীকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি, বরং তিনি লাবণ্যের মতোই প্রেমের এক শাশ্বত উপলব্ধিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

Key Words: রবীন্দ্র-উপন্যাস, চতুরঙ্গ, দামিনী, বৈধব্য, জীবনরস, সংস্কারমুক্তি, শচীশ, শ্রীবিলাস।

Introduction:

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'দামিনী'-কে নিয়ে কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন-

> "সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে হল উন্মুখর, মাঘী পূর্ণিমায়
> সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল :- 'মিটিল না সাধ'।
> পূর্নজন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
> প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
> সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।"[১]

বস্তুতই দামিনী এক তৃপ্তিহীন বাসনার উজ্জ্বল শিখা। দামিনী 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নায়িকা। শ্রীবিলাস দামিনীকে বর্ণনা করেছে-

> "দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চলে আগুন ঝিকমিক্ করিয়া উঠিতেছে।"[২]

-বর্ণনাটুকুর মধ্যে শুধু দামিনীর বাইরের রূপ নয়, তার তেজ, চঞ্চলতা ইত্যাদি চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিকেও ইঙ্গিত আছে। শচীশ নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখেছে দামিনীর মধ্যে। সে নারীর মৃত্যুর কেউ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হয়ে উঠেছে। সে কিছুই ফেলতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দেবে না পণ করে বসে আছে। এইসব বর্ণনা থেকে দামিনী চরিত্রের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রথমেই আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। অস্বীকার করার উপায় নেই দামিনী চরিত্রের মধ্যেও আমাদের সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত পরিস্থিতির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এক অর্থে দামিনী যুগেরই সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজে ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সন্ধানে কবি শিল্পীরা যেসব বিদ্রোহিনীদের অঙ্কন করেছেন দামিনীতে সেই ঐতিহ্যেরই বলিষ্ঠ অনুবৃত্তি দেখা যাবে হয়তো। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের বীরাঙ্গনারা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'আয়েষা' কিংবা রবীন্দ্রনাথেরই 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'বিনোদিনী' হল দামিনীর পূর্বসুরী। হয়তো-বা হেনরিক ইবসেন-এর লেখা 'A Dolls House'-এর 'নোরা'ও দামিনীর মানস গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে।

Discussion:

দামিনীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় শিবতোষের বিধবা পত্নীরূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার সেই পরিচয়কে একেবারেই নেপথ্যে রেখেছেন। দামিনীর পরিচয় শুধু নারী হিসেবে। তার জীবন বিকাশের মূলে যে কোন একটি সামাজিক পটভূমি রয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই অন্তরালে রেখেছেন। তার বিবাহিত জীবনের যে বিবৃতি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন সেখানেও দামিনীর বিদ্রোহী সত্তার ইঙ্গিত রয়েছে। শিবতোষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের মধুর রূপ কোথাও ফুটে ওঠেনি। বিমানবিহারী মজুমদার দামিনী এবং বিনোদিনীর তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

> "The difference between Binodini and Damini measures the digree of Liberalism and Universalism to which Rabindranath moved between 1991 and 1919." [৩]

বিবাহিত জীবনের কোনো সংস্কার দামিনীর মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেনি। শিবতোষের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপনের কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিবাহ হয়নি। দামিনীর জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব উদ্ভুত হয়েছে শচীশকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যে দিয়েই দামিনী একটি মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। দক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের মতো ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ দামিনীর জীবনের বিভিন্ন স্তর বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার মানস জগতের পরিচয় তুলে ধরেছেন। দামিনী শচীশকে আশ্রয় করে, গুরু হিসেবে তার চরণতলে স্থান চেয়েছে। তাদের দুজনের কথায় তা স্পষ্ট-

> "দামিন শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ...আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি। ...তুমি আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। ...দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।"[৪]

শিবতোষ যখন দামিনীর ভক্তিহীনতার দ্বন্দ্বরূপে তাকে সমস্ত সম্পত্তি সমেত গুরুর হাতে সমর্পণ করল, তখন থেকেই দামিনীর আত্মপ্রকাশের সূচনা। গুরুর কৃপালাভের দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রতি দামিনীর নিদারুণ অবহেলা। গুরুর স্নেহ অতি একাত্ম ছিল। কিছুদিনের মধ্যে দামিনীও আর নেপথ্যেচারিনী রইল না। তার সমস্ত কাজে কর্মে এক নিবিড় ভক্তিযুক্ত আত্মোৎসর্গ প্রকাশিত হল। এটা যে মূলত শচীশকে কেন্দ্র করে আমাদের বুঝতে তা অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভাবজগতের মানুষ শচীশ দামিনীর সেবার মাধুর্যকে দেখল তার দৃপ্ত চেতনার অন্তরালে যে প্রেমের শিখা জ্বলে উঠেছে তাকে শচীশ অনুভব করেনি। এখান থেকেই দামিনীর জীবনে দ্বন্দ্বের সূচনা। প্রেমের বিপুল উন্মাদনায় তীব্র কামনা নিয়ে সে শচীশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে

গিয়েছিল। কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশ যে আদিম জন্তুর আগ্রাস থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছায় অর্ধনিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাকে বিতাড়িত করেছে। শচীশ তার ডায়েরীতে লিখেছে-

> "অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে কে চলিয়া গেলে, একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম, সে কি চাপা কান্না?"[৫]

-এই নিঃশব্দ ক্রন্দন নিয়ে দামিনী গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। শচীশ দামিনীকে শান্ত হতে পরামর্শ দিয়েছে কীর্ত্তনের আসরে যোগ দিয়ে। দামিনী ক্ষিপ্ত হয়েছে। শচীশকে শাস্তি দেবার জন্য শ্রীবিলাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিনয় করতে গিয়ে অকস্মাৎ আত্মোপলব্ধির আবিষ্কারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। তার ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহের ফণা তুলেছিল। কিন্তু শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করে সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতায় ডুবে থেকে নিষ্ফল চেষ্টা করেছে। শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর পক্ষপাতিত্ব শচীশকে এক গভীর দ্বন্দ্বের জগতে নিয়ে গেছে। দামিনী স্পষ্টভাবে সকলকে জানিয়েছে আমি সন্ন্যাসিনী নয়। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।'[৬] দামিনীও সে রকম তার জীবনের পাত্রকে পৃথিবীর রূপ রসে পূর্ণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা গভীরভাবে অপূর্ণ থেকে গেছে। এই অতৃপ্তি জীবনরসের রসিক দামিনী চরিত্রের শেষ কথা।

খুব স্বল্প রেখায় অঙ্কিত হলেও দামিনী রবীন্দ্র-উপন্যাসসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট চরিত্র। জন্মসূত্রে দামিনী রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে একমাত্র নৌকাডুবির কমলার সগোত্রীয়া। কিন্তু কমলার মধ্যে পাতিব্রত্যের সংস্কার অসাধারণ হলেও অন্য কোনোদিকেই সে রাবীন্দ্রিক নায়িকাদের সমাজভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে দামিনী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস-কন্যাসের সঙ্গে একই আসনে স্থান পেতে পারে। এই জন্যেই দামিনী আরও বিস্ময়ের আধার। কোন্ সূত্রে দামিনী এই তেজস্বী আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হল-দামিনী চরিত্রবিচারে এই প্রশ্নটি একটি ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো পাঠকমনকে বিদ্ধ করে। যে পরিবারে দামিনীর জন্ম ও বিবাহ তাতে দামিনী হয়তো সারাজীবনই সামান্য রমণী হয়ে থাকত যদি না অবস্থাগতিকে স্বামী শিবতোষের মৃত্যুর পর তাকে লীলানন্দের আশ্রয়ে এসে পড়তে হতে। এক হিসাবে দামিনীর জীবনের এবং তার চরিত্রেরও সূত্রপাত এখান থেকে।

কালের ধারাবাহিকতায় আশ্রমে আসবার পূর্বেও দামিনীর একটি অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু যে দামিনীর সঙ্গে উপন্যাসে আমাদের পরিচয় সে দামিনীর প্রকাশ আশ্রমজীবনেই। দামিনীকে যাতে তাই বলে বৃন্তহীন পুষ্পসম পৌর্বাপর্যহীন বলে মনে না হয় সেজন্যে ঔপন্যাসিক তার পূর্বজীবনের সামান্য কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। শিবতোষ গুরুদেবের পায়ে গহনা উৎসর্গ করতে চাওয়ায় দামিনীর প্রতিক্রিয়া এবং তার নিজের পিতৃগৃহে ভাইবোনেরা যখন উপবাসে মরছে তখন এখানে প্রতিদিন বহুসংখ্যক অনাত্মীয় অবাঞ্ছিত ব্যক্তির জন্যে সেবার অন্নব্যঞ্জন তাকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে-এই বিরূপতায় ইচ্ছা করে অন্নব্যঞ্জন খারাপ করে দেওয়ার যে দুটি ঘটনার উল্লেখ ঔপন্যাসিক করেছেন- তার মধ্যেই দামিনীর বিদ্রোহপরায়ণ স্বাতন্ত্র্যবোধের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এটুকু যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। দামিনীর ওপর উপন্যাসের ভার অনেকখানি ন্যস্ত আছে সুতরাং তার চরিত্রের ভিত্তি রচনায় আর একটু বিস্তৃতি ও গভীরতা প্রয়োজনীয় ছিল। শচীশের বেলায় ঔপন্যাসিক এ কার্পণ্য করেননি, কিন্তু দামিনী সম্পর্কে কেন করলেন বুঝে ওঠা যায় না।

দামিনী যখন উপন্যাসের মধ্যে শিবতোষের গৃহের নেপথ্যজীবন থেকে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমের প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ হল তখনই সে যৌবনে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা। সবাই যখন লীলানন্দ স্বামীর অনুগ্রহ লাভে উন্মুখ, অযাচিতভাবে সেই অনুগ্রহ পেয়েও দামিনী তাকে উপেক্ষা করার মতো তেজ দেখাতে পেরেছে। তার সেই তেজের পরিচয় এত স্পষ্ট যে স্বয়ং লীলানন্দও তাকে ঘাটাতে সাহস করেননি। প্রথম দিকে দামিনী তার যৌবন সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন ছিল, তখন তাই যৌবনের সার্থকতাই জীবনের চরম লক্ষ বলে মনে হয়েছিল। সে সময় তাই সে লীলানন্দের অনুগ্রহকে উপেক্ষা করলেও পরে সে যে সেবায় সহজ হয়ে 'আত্মোৎসর্গের ফুলটি ওপরের দিকে শিশিরভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল'[৭] -এ কিন্তু লীলানন্দের প্রতি ভক্তিবশত নয়, নিতান্তই শচীশের প্রতি কামনাবশত। জীবনের এই পর্বে দামিনীর কামনা-চঞ্চলতা একান্তই স্পষ্ট। নির্জন শীতের দুপুরে শচীশের ঘরে একাকী চুল এলিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে মেঝের ওপর মাথা ঠুকে তার কান্না অথবা অন্ধকার গিরিগুহায় ক্ষুধার পুঞ্জের মতো দেহভার নিয়ে শচীশের কাছে তার অযাচিত অভিসার-কামনার উগ্রতাই প্রমাণ করে।

এরপর দামিনীর জীবনের যে স্তর শুরু হয়েছে তার মধ্যেও কামনার জ্বালা আছে কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে একটু ভিন্নরূপে। স্থূল কামনার জালে এবার সে শচীশকে বন্দি করতে চায়নি, কিন্তু শচীশের সম্পর্কে তার মোহও দূরীভূত হয়নি। তার এখনকার আচরণের মধ্যে একদিকে আছে স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ বিদ্রোহিতা অন্যদিকে আছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরুষের মন জয়ের নিপুণতা। অত্যন্ত তেজের সঙ্গেই সে লীলানন্দের সঙ্গে তর্ক করেছে, তাকে উপেক্ষা করেছে। স্পষ্ট ভাষাতেই সে বুঝতে দিয়েছে- 'আমি সন্ন্যাসিনী নই'[৮] এবং আশ্রমে থেকেও নিজের স্বাধীন রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী জীবন-যাপনের অধিকার তার আছে। অন্যদিকে দামিনী শচীশকে প্রতিহত করে শ্রীবিলাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম কৌশলে শচীশের ঈর্ষা জাগ্রত করে তাকে বিচলিত করে তুলেছে।

এই পর্বে দামিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বও কম নয়। বিনোদিনী যেমন চড়িভাতির নির্জন মধ্যাহ্নে বিহারীর সঙ্গে আলাপের ভিতর দিয়ে তার পূর্বজন্ম ফিরে পেয়েছিল, দামিনীও তেমনি শ্রীবিলাসের প্রতি ছলনাময় পক্ষপাতিত্বের অভিনয় করতে গিয়ে আকস্মিক আত্মোপলব্ধির মতো নিজের মনকে বুঝে ফেলেছে-

> "সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া দিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া উঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।"[৯]

-এই আত্মোপলব্ধির ফলেই দামিনী বুঝেছে, যে শচীশকে সে জয় করতে চায়, জয় করার পর শচীশ আর সেই শচীশ থাকবে না। আত্মদ্বন্দ্বে বিচলিত শচীশ তাই যখন দামিনীকে তাদের সাধনায় যোগ দিতে অনুরোধ করল, তখন দামিনী যে শুধু রাজী হল তাই নয়, শচীশের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বার বার উচ্চারণ করল- "আমি কোনো অপরাধ করিব না।"[১০] এরপর দামিনীকে পরিবর্তিত রূপে দেখা গেল-

> "দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজার অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল... তার সাজ-সজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পড়িল; দিনের মধ্যে যখনই তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।"[১১]

কিন্তু দামিনীর অন্তর্দাহ শেষ হয়নি। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা তাকে তার নিজের ভিতরকার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। দামিনীর সেদিনকার তীব্র আর্তি-

> "এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছে?"[১২]

একদিকে যেমন শচীশকে আত্মস্থ করেছে, অন্যদিকে তার নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সহায়তা করেছে। করুণভাবে তাই সে মিনতি করছে- "তুমিই আমার গুরু হও।"[১৩] এইভাবেই দামিনী কামনার পঙ্ককেই ভক্তির পদ্মে পরিণত করে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু দামিনীর পূর্ণতার জন্যে এখনও প্রয়োজনীয় ছিল অন্তবর্তী প্রেমের মৃণালটির। শচীশের শেষ আঘাতে দামিনী সেই প্রেমের উপলব্ধি অর্জন করে 'সত্য' হয়ে উঠল। শচীশকে গুরু বলে স্বীকার করার পর দামিনীর অন্তরে আর কামনা রইল না, বেঁচে রইল শাশ্বত নারী। তাই সেবায় মাধুর্যে সে শচীশকে ভরিয়ে তুলতে চাইল। তার যুক্তিও স্পষ্ট-

> "আমি যে স্ত্রীজাত- ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। এ যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি।"[১৪]

কিন্তু ঝড়ের রাতে দামিনীর সেবার চেষ্টাকেও যখন শচীশ রূঢ় আঘাতে প্রত্যাখান করেছে তখনই দামিনী পূর্ণতার পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আঘাত দামিনীর পক্ষে কম নয়-

> "কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে।"[১৫]

-এই আঘাত দামিনীর মধ্যে 'প্রলয়ের আগুন' জ্বেলে অন্তরের সমস্ত আবর্জনাকে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। তাই দামিনী বলতে পেরেছে-

> "তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়ে তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়েছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।"[১৬]

এরপর দামিনীর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে, এবার যে নির্বিঘ্নে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করতে পেরেছে। শ্রীবিলাসের প্রেম সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু অনাসৃষ্টি পুরুষের মন জয়ের চেষ্টায় এতদিন সে মাটির পৃথিবীতে খাঁটি মানুষের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি। যখন প্রবল আঘাতে সে অনুভব করল সুন্দরকে কামনা দিয়ে জয় করলে, তাকে অধিকার করা যায়, কিন্তু সুন্দরটাই অসুন্দর হয়ে যায়, তখন তার কামনা বিমুক্ত মনের প্রেম একদিকে 'আকাশ-বিহারী' হয়ে শচীশের প্রতি শ্রদ্ধার রূপ নিল, অন্যদিকে তা 'নীড়াভিমুখী' হয়ে শ্রীবিলাসের সঙ্গে মিলে কলকাতার শহরটাকেই বৃন্দাবনে পরিণত করে তুলল। অন্তরে অসীমের অভীপ্সা বজায় রেখে-সীমাকে আশ্রয় করা, রূপের পাত্রে অরূপের মধু পান -এই তো সত্য। দামিনী তাই সত্য। দামিনী তাই- "গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল।"[১৭]

প্রথম পরিবর্তনের কার্যকারণ সঙ্গতি সম্পর্কে সামান্য সন্দেহের অবকাশটুকু বাদ দিলে উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে দামিনী সব থেকে জীবন্ত, সব থেকে উপভোগ্য। এ প্রসঙ্গে দামিনী এবং শ্রীবিলাসের বিবাহের মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতির প্রশ্নটির বিচার হওয়া প্রয়োজন। কোনো পাত্র-পাত্রীর পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব কি না এ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কোনো সর্ববাদীসম্মত উত্তর সম্ভব নয়। একজনের পক্ষে যা সম্ভব অন্যের পক্ষে যে তা নাও হতে পারে এ বিষয়ে নৌকাডুবির সূচনাতে ঔপন্যাসিক আমাদের অবহিত করেছেন। চতুরঙ্গে ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গত শ্রীবিলাসের মুখ দিয়ে অন্য ভঙ্গিতে একই কথা উল্লেখ করেছেন-

> "অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যেই মনের সৃষ্টি।"[১৮]

অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কোনো সর্ববাদীসম্মত সূত্র না থাকলেও উপন্যাসের মর্মবাণী এবং চরিত্র বিকাশের ধারায় বিষয়টির সঙ্গতি ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না সে বিচার নিশ্চয়ই করা যেতে পারে।

প্রথমত শ্রীবিলাসের চরিত্রটিই গ্রহণ করা যাক। শ্রীবিলাস যে ধরনের মানসিক সমতাসম্পন্ন, তাতে তার পক্ষে দামিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করা অসঙ্গত নয়। শ্রীবিলাস চিরকাল দামিনীকে ভালোবেসেছে। দামিনীর ভালোবাসা প্রথমদিকে সে পায়নি বলে বেদনা বোধ করেছে। এমন কি যখন শেষ দিকে দামিনী শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করেছে তখনও যে তার মনে শচীশ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে এই উপলব্ধি শ্রীবিলাসকে ব্যথিত করেছে। তবুও সব কিছুকে সহজ শান্ত ভঙ্গিতে গ্রহণ করার মতো মনের সমতা তার আছে। সুতরাং শচীশের প্রতি দামিনীর শ্রদ্ধার কথা জেনেও দামিনীর প্রেমকে গ্রহণ করতে তার বাধেনি। রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই এক ধরনের পুরুষ চরিত্র-শোভনলাল যার সগোত্রীয় শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিচারশীল-অথচ শান্ত অনুত্তেজিত এদের স্বভাববৈশিষ্ট্য; জোর করে, সোচ্চার ভঙ্গিতে এরা নিজেদের জাহির করে না-কিন্তু সব বোঝে। এদের প্রেম খুব অভিমান-প্রবণ নয়, সহনশীল। শ্রীবিলাসও উপন্যাসে সদাসর্বদা দামিনীর প্রেম যাজ্ঞা করেছে, দামিনী শচীশের জন্যে উন্মুখ জেনেও সম্পূর্ণ বিরূপ হয়নি। সুতরাং শেষ কালে আশ্রয়হীন দামিনীকে ভালোবেসেই সে আশ্রয় দেবে-এ অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু জটিলতা দামিনীকে নিয়ে। দামিনী কেন শ্রীবিলাসকে মেনে নিল? দামিনীর চরিত্রে প্রথম দিকে ছিল কামনার চঞ্চলতা। সে চঞ্চলতা শান্ত হয়েছে শচীশের আঘাতে। তখন সে তার উর্ধ্বমুখী প্রেম প্রসারিত করেছে শচীশের দিকে। কিন্তু ক্রমে দামিনী এও উপলব্ধি করেছে শচীশকে বিবাহের গণ্ডিতে আবদ্ধ করলে, তাকে সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে টেনে আনলে যে অসাধারণ শচীশকে লাভ করার জন্যে দামিনী মুগ্ধ তার সে অসাধারণত্ব আর তখন থাকবে না। শচীশের প্রেম উপলব্ধি রাজত্বের। অথচ অন্য দিকে দামিনীর মধ্যে আছে স্ত্রী-জাতীয়ত্বের আকাঙ্ক্ষা; সেই তার স্বধর্ম। সেই স্বধর্মের তাগিদে ঘর-বাঁধার আগ্রহ, নিজের দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে শরীর গড়ে তোলার উৎসাহ। তাই শ্রীবিলাসকে তার প্রয়োজন। এ প্রয়োজন শচীশকে দিয়ে মেটে না। কারণ শচীশ-

"কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক নারীদের চোখেই দেখিতে পায় না।" আর যদি বা দেখে- এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।"[১৯]

অর্থাৎ, হয় সে অরূপ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় নারীকে পরিত্যাজ্য বলে ভুল করে, নইলে রূপের তৃষ্ণায় নারীকে কাদার পুতুল বলে নীচে নামাতে চায়। অথচ প্রকৃত নারীত্ব এ দুয়ের কোনো একটি মাত্র নয়, সে এ দুয়ের সমন্বয়, তাই সে সত্য। অন্তত দামিনী শেষ পর্যন্ত এই অর্থেই নারী -এই অর্থেই সে সত্য।

দামিনীর শ্রীবিলাসকে বিবাহ, ঠিক আক্ষরিক অর্থে 'ব্যবহারিক প্রয়োজন চেতনা' বা 'জীবন ক্ষুধা' নয়। এক হিসাবে অবশ্য কথা-দুটি মিথ্যা নয়, কারণ, বৈরাগ্যের সাধনা যদি মানুষের স্বধর্ম না হয় তবে জীবনের সত্যতা বলতে যে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিতই ব্যঞ্জিত হোক না কেন, ভিত্তিতে তার প্রয়োজন চেতনা বা জীবনের ক্ষুধা অবশ্যই থাকে। কিন্তু শব্দ-দুটিকে হীনার্থে গ্রহণের একটা সম্ভাবনা আছে। তাই শুধু প্রয়োজনচেতনা বা জীবনের ক্ষুধা না বলে পূর্ণতার প্রয়োজন অথবা জীবনের পূর্ণতার ক্ষুধা বলাই সঙ্গত। পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, শচীশের সাধনা অপূর্ণ, ঐকদেশিক। শচীশের সাধনার পটভূমিকায় দামিনীর জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের পূর্ণ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপন্যাসে। সেই পূর্ণ সত্য ব্যবহারিক জীবনবিবিক্ত নয়- আবার একান্ত জীবনসর্বস্ব নয়। এ দুয়ের মিলন। এ যে ভোগের মধ্যে ত্যাগের উপলব্ধি। তাই এ 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ'[২০] বলে বৈরাগ্যকে মেনে নেয় না (যেমন শচীশ নিয়েছিল) অথবা ভোগের পঙ্কিলতায় আবিল হও না। আঘাত খেয়ে খেয়ে দামিনী জীবনের এই সত্য স্বরূপকে বুঝেছিল। উপলব্ধির এই উপাদান তার মধ্যেই ছিল। প্রথম দিকে কামনার আবিলতায় তার এ উপলব্ধি ছিল সুপ্ত, পরে অনেক আঘাতে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার পর তার এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে। এবং এ কথাও দামিনী বুঝেছে, নারীত্বের পূর্ণরূপ শ্রীবিলাসই অনুধাবন করতে পারবে। তাই সে শ্রীবিলাসকেই বরণ করেছে।

মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এ পরিবর্তন অসম্ভব নয়-অথবা দামিনীর চরিত্র বিকাশের দিক দিয়েও এ অসঙ্গত নয়। দামিনীর পরিবর্তনের স্তরগুলি রেখার টানে হলেও স্পষ্টভাবেই অঙ্কিত এবং উপলব্ধির উপযুক্ত স্তরে উঠেই দামিনী শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে। তবে বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত এবং অপ্রত্যক্ষ বলে পাঠকের অতৃপ্তি স্বাভাবিক। তাই মনে হয় পাঠককে যেন ঠিক মতো প্রস্তুত না করেই ঔপন্যাসিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ও আলোচ্য। দামিনী বিধবা। কাহিনীর যে কালপর্বের ইঙ্গিত উপন্যাসখানির মধ্যে আছে তাতে বিধবাবিবাহ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। উপন্যাসেও খুব সহজভাবে ব্যাপারটি ঘটেনি। এজন্যে সামাজিক আলোড়ন বেশ কিছু হয়েছিল-সে ইঙ্গিত উপন্যাসের মধ্যে আছে। এই দিক দিয়েও দামিনীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে বিরূপতার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক দামিনীকে যে ধাতুতে প্রস্তুত করেছেন তাতে বৈধব্যের সংস্কার যদি তার দ্বিতীয়বার বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি না করে থাকে তাহলে আমরা খুব বিস্মিত হই না। চোখের বালির বিনোদিনী যে বিধবা ছিল কাহিনীর মধ্যে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়-এবং যে সমস্ত পাত্র-পাত্রী নিয়ে কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে তাদের পারিবারিক জীবন স্পষ্টত কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করেছে-ফলে সমাজজীবন সম্পর্কেও পাঠক যেখানে একেবারে অনবহিত থাকতে পারে না। কিন্তু এখানে পারিবারিক জীবনের পটভূমিকা একেবারেই অনুপস্থিত, সমাজ সম্পর্কিত কিছু ইঙ্গিতমাত্র আছে। ফলে বিনোদিনীর বৈধব্যচেতনা তার পুনর্বিবাহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও দামিনীর ক্ষেত্রে তা হয়নি।

আত্মোপলব্ধি উদ্বোধনের ক্ষেত্রে বিনোদিনী ও দামিনীর মধ্যে কিছু মিল থাকলেও বৈধব্যচেতনার ক্ষেত্রে উভয়ে এক নয়। অবশ্য দামিনীর মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ এবং তার সংস্কারমুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা থাকলে উপন্যাসখানির স্বাদ-বৈচিত্র্য বাড়ত।কিন্তু চতুরঙ্গ সে ধরনের উপন্যাস নয়। সুতরাং তেমন বিস্তৃত বর্ণনা এখানে আশা করা যায় না। আসলে উপন্যাসে দামিনী যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে সে যে বিধবা এ একটি সামান্য অভিধা মাত্র, একমাত্র তাকে আশ্রমে আনার সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া এর অন্য কোনোই গুরুত্ব 'নেই। উপন্যাসে দামিনীর পরিচয় সে নায়িকা, নারী। সে বিধবা কি কুমারী, এ প্রশ্ন যেন অবান্তর।

Conclusion:

মানসগঠনে একদিকে এবং কাহিনীর পরিণতির বিষয়ে দামিনীর সঙ্গে শেষের কবিতার লাবণ্যও অনেকখানি তুলনীয়। শেষের কবিতার তত্ত্বরূপ অর্থাৎ প্রেমের পূর্ণতা অপূর্ণতার তত্ত্বের পূর্বসূচনা চতুরঙ্গে। তাই শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহের

ঘটনা লাবণ্যের সঙ্গে শোভনলালের বিবাহের ঘটনার অনুরূপ। দামিনীর মতো লাবণ্যও উপলব্ধি করেছে অসীম প্রেম অন্তরে উপলব্ধির বস্তু, পাত্র-পাত্রীরা সেখানে একে অন্যের কল্পনাসৃষ্ট 'ভাবমূর্তি'। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতার সীমাবদ্ধ যে প্রেমের কারবার পাত্র-পাত্রীদের বাস্তব ভালোমন্দে মিলিত রূপই সেখানে প্রয়োজনীয়। লাবণ্যের এই উপলব্ধি লাবণ্য-অমিতের বিবাহ না হবার অন্যতম প্রধান কারণ। লাবণ্য তাই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের সংকল্প করেছে তার কাছে- "শুক্লপক্ষ হতে আনি / রজনী গন্ধার বৃন্তখানি / যে পারে সাজাতে / অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,"[১১] যে তাকে অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিশিয়েই দেখতে পায়।

দামিনী এবং লাবণ্যের অন্তরে উপলব্ধির স্বরূপ অনেকটা একই রকমের হলেও উপলব্ধির পথ তাদের স্বতন্ত্র; চরিত্র হিসাবেও তারা একে অন্যের পুনরাবৃত্তি নয়। দামিনী প্রথম দিকে ছিল মনের মধ্যেকার 'অন্ধকার গোপন কুঠরির' প্রেরণায় কামনাচঞ্চল। লাবণ্য প্রথম থেকেই আত্মনিরুদ্ধ। দামিনীর উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আঘাতে। কিন্তু লাবণ্যের উপলব্ধির পথ প্রস্তুত করেছে-মূলত অমিতের বচনবৃষ্টি। অমিতের প্রেমের সোনার কাঠির ছোঁয়াতেই তার আত্মনিরুদ্ধ প্রেম জাগ্রত হয়েছে, আবার অমিতের কথাতেই সে অমিতের স্বভাব উপলব্ধি করেছে। উপলব্ধির মৌলিক ধাতু লাবণ্য এবং দামিনী উভয়ের মধ্যেই ছিল কিন্তু যোগ্যতার তারতম্যও ছিল। অনেক দহনে দামিনী নিখাদ হয়েছে- কিন্তু লাবণ্য প্রায় প্রথম থেকে খাঁটি সোনা। এসব পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তিম উপলব্ধি দুজনের একই প্রকার এবং পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তও অনুরূপ। তাই দামিনী চরিত্রটি কেবল একটি কাল্পনিক সৃষ্টি নয়, বরং এটি ত্যাগের মধ্যে ভোগের এবং সীমার মধ্যে অসীমের এক সার্থক মিলন।

Reference:

(১) দে, বিষ্ণু। (১৩৮৩)। দামিনী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, বছর পঁচিশ, বিশ্ববানী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৯০

(২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫৯)। চতুরঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ৪৩

(৩) Majumder, Bimanbehari. (1968). Heroines of Tagore : A Study in the Transformation of Indian Society, 1875-1941, Firma K.L. Mukhopadhyay, p. 245

(৪) পূর্বোক্ত, চতুরঙ্গ, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১

(৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৪

(৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৯৬)। নৈবেদ্য-৩০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ৩৭

(৭) পূর্বোক্ত, চতুরঙ্গ, পৃষ্ঠা- ৪৭-৪৮

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩

(৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৭

(১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬

(১১) পূর্বোক্ত

(১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮০

(১৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১

(১৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪

(১৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১

(১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০২

(১৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫

(১৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৬

(১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৪

(২০) মোহমুদ্গর স্তোত্র (১ম ভাগ) inerself.org/mohomudgar-stotram/

(২১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৩৬)। শেষের কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ১৮৪

Citation: **Chatterjee. A.,** (2026) "চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনী : বৈধব্য জীবন থেকে জীবনরসের রসিক", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-01, January-2026.